PRINT

সমকাল

কুমিল্লায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে ছাত্রলীগের হামলা

সংঘর্ষ-ভাংচুর, আহত ১০

১০ ঘণ্টা আগে

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বহনকারী একটি বাসে হামলা ও ভাংচুর হয়েছে। কুমিল্লা সরকারি কলেজের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এ হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরে উভয় পক্ষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে নগরীর পুলিশ লাইন এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ভাংচুর করা হয় দোকানপাটসহ রাস্তায় থাকা আরও তিনটি গাড়ি। গতকাল রোববার বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। পরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্ররা জানায়, শিক্ষার্থীরা ক্লাস শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে নগরীতে ফিরছিল। বিকেল ৫টার দিকে নগরীর পুলিশ লাইন এলাকায় আসার পর কুমিল্লা মহানগর ও সরকারি কলেজের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আকস্মিক বাসটিতে হামলা ও ভাংচুর চালায়। এ সময় ওই বাসে থাকা শিক্ষার্থীরা আতঙ্কে রাস্তায় নেমে আসে। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুটি বাস নগরীর রেসকোর্স এলাকায় আসার পর তারা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মুখোশ পরে ছাত্রদের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও লাঠি নিয়ে তাড়া করে বলে জানায় প্রত্যক্ষদর্শীরা। এ সময় কয়েকটি দোকান ভাংচুর করা হয়। নগরীর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কুমিল্লা সরকারি কলেজের ভেতর ঢুকে পড়ে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কলেজে গিয়ে হামলা ও ভাংচুর চালায়। হামলা-পাল্টা হামলায় উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে ইটের আঘাতে আহত হয়েছেন কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ আবু ছালাম মিয়া। হামলার প্রতিবাদে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নগরীর ঝাউতলা এলাকায় সড়কে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। পরে পুলিশ লাঠিপেটা করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

নাজমুল অভি, জনিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির পর তারা বাসে করে নগরীতে যাচ্ছিলেন। এ সময় তারা অতর্কিত হামলার মুখে পড়েন। ছাত্ররা কোটাবিরোধী আন্দোলন করতে পারে সন্দেহে তারা এ হামলা চালায়। তাদের অভিযোগ, শুরুতে হামলার বিচার চাইতে পুলিশের কাছে গেলে পুলিশের সামনেই দ্বিতীয় দফা হামলা হয়।

কুমিল্লা সরকারি কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, কোটাবিরোধী কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নগরীতে সমবেত হচ্ছিল। বিষয়টি অবগত হয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িটি পুলিশ লাইন এলাকায় প্রবেশে বাধা দেই। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমাদের ওপর চড়াও হলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

হামলায় ছাত্রলীগ জড়িত- এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে মহানগর ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আবদুল আজিজ সিহানুক বলেন, আমরা এ হামলার সঙ্গে জড়িত নই। এটি সাধারণ ছাত্রদের বিষয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর) মো. শাখাওয়াত হোসেন বলেন, হামলার কারণ এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উভয় পক্ষকে শান্ত করে। ভাংচুর করা গাড়িটি উদ্ধার করে পুলিশ লাইনে রাখা হয়েছে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমরান কবির চৌধুরী বলেন, ঘটনার বিষয়ে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। কী কারণে এমনটি ঘটেছে তা এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি। আজ সোমবার এ বিষয়ে শিক্ষকদের জরুরি সভা আহ্বান করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com